بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

مَنزلة السُنّة في الإسلام
وبيان أنه لا يُستغنى عنها بالقرآن

محمد ناصر الدين الألباني

ইসলামে সুন্নাহর মর্যাদা

দারুল কারার

আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ﵀

مَنزلة السُّنَّة في الإسْلام

ইসলামে সুন্নাহর মর্যাদা

মূলঃ আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা)

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আল-আমীন বিন ইউসুফ
কামিল (এম.এ), মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

সম্পাদনাঃ শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
অনার্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; মাস্টার্স, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া।
অনুবাদক, রাজকীয় সউদী দূতাবাস, ঢাকা।

দারুলকারার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাদ্‌রাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা এর সাবেক সিনিয়র মুদাররিস শায়খ মুহাম্মাদ
আবদুল-াহিল কাফী সাহেবের

অভিমত

نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد.

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তিদূত, আদর্শ মহামানব মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর।

অতঃপর, স্নেহাস্পদ ছোট ভাই মুহাম্মাদ আল-আমীন বিন ইউসুফ অনূদিত যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ﷺ প্রণীত منزلة السنة في الإسلام বা 'ইসলামে সুন্নাহ্‌র মর্যাদা' পুস্তিকাটি আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। আমি মনে করি অনুবাদের জগতে নবীন হিসেবে হাল্‌কা ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তবে আশা করি, এ জগতে নিয়মিত পথচলা তাকে অনেক অগ্রসর করবে। পরিশেষে দু'আ করি, আল্লাহ তাআলা সুন্নাহ্‌র প্রচার ও প্রসারে তার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন, সুম্মা আমীন!

০৯.০৮.১২

মুহাম্মাদ আবদুল্লাহিল কাফী

সূচিপত্র

অনুবাদকের আরয	৭
ভূমিকা	১০
ইসলাম ধর্মে সুন্নাহ্ বা হাদীসের অবস্থান ও মর্যাদা এই যে, হাদীস ব্যতীত কেবল কুরআন যথেষ্ট নয়	১১
আল-কুরআনে সুন্নাহ্র আলোচনা	১৪
আল-কুরআনের অর্থ এবং অন্তর্নিহিত দৃষ্টান্তসমূহ বোঝার জন্য সুন্নাহ্ তথা হাদীস অত্যাবশ্যক	১৭
সুন্নাহ্ তথা হাদীস বাদ দিয়ে কেবল কুরআন অনুসরণকারীদের ভ্রষ্টতা	২৫
শুধু ভাষাজ্ঞান কুরআন বুঝার জন্য যথেষ্ট নয়	২৯
অতি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী	৩২
রায়-কিয়াসের দলীল হিসেবে মুআয বিন যাবাল ﷺ-এর হাদীসের দুর্বলতা এবং এ হাদীস হতে যা নিষেধ প্রমাণিত	৩৫
আমাদের বইসমূহ	৩৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদকের আরয

إن الحمد لله، نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد.

সকল তা'রীফ ও প্রসংশা সেই রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি এ বিশ্ব চরাচরে মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসেবে সৃষ্টি ক'রে পৃথিবীতে বসবাসের স্থান করে দিয়েছেন এবং মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণাদিও পর্যাপ্ত পরিমাণে সৃষ্টি করে মনুষ্য বসবাসের যথার্থ উপযোগী করেছেন। শত সহস্র দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর।

মহান রাব্বুল আলামীন ইসলামকে আমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ধার্য করেছেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্যলাভে ধন্য করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির হিদায়াত ও সৎপথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল (আলায়হিমুস সালাম) প্রেরণ করেছেন। মানব জাতিকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সহীফাহ ও আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন। আর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অহী দ্বারা দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় মুহাম্মাদ ﷺ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ আইয়্যামে জাহিলিয়্যার সেই বর্বর ও অন্ধকার যুগে দিশেহারা পথহারা কাণ্ডারীবিহীন মানব জাতিকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য দু' ধরনের অহী প্রাপ্ত হন। (১) অহী জালী তথা প্রত্যক্ষ অহী স্বরূপ পবিত্র আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম এবং (২) অহী খাফী তথা পরোক্ষ অহী হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছেন সহীহ সুন্নাহ্ তথা হাদীস। যেমন আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

«نْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» (رواه أبو داؤد)

মিকদাম বিন মা'দী কারিব ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, সাবধান! (জেনে রেখ) আমি পবিত্র কিতাব (আল-কুরআন) ও অনুরূপ আরেকটি বিষয় (হাদীসকে বিধান স্বরূপ) প্রাপ্ত হয়েছি।[১]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾

রাসূল ﷺ তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ করো। আর তোমাদেরকে যাথেকে নিষেধ করে তাথেকে বিরত থাকো।[২]

এখানে আয়াতে উল্লেখিত وَمَـا آتَـاكُمْ এর মধ্যে হাদীসও উদ্দেশ্য। যথা তাফসীরুল কারীমির রহমান লি ইবনে সা'দীতে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে,

وهذا شامل لأصول الدين وفروعه، ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه، ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله.

এ আয়াতটি ইসলামী শারীআতের মূলনীতিসমূহ ও তার শাখা-প্রশাখাসমূহকে ও তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ যে বিধান দেন তা গ্রহণ ও তার অনুসরণ

১. আবূ দাঊদ
২. সূরাহ আল-হাশর: ৫৯/৭

করা বান্দাদের উপর অবশ্য কর্তব্য। তার ব্যতিক্রম করা হালাল নয়। কোনো বিষয়ের উপর রাসূল ﷺ কর্তৃক জারিকৃত বিধান আল্লাহ তাআলা কর্তৃক জারিকৃত বিধানের মতই কার্যকর। কোনো ব্যক্তির পক্ষে তা পরিত্যাগ করার অনুমতি এমনকি তার প্রতি ওযর আপত্তি পেশ করার অবকাশ নেই এবং তাঁর ﷺ কথার উপর কারও কথাকে অগ্রাধিকার দেয়াও জায়িয নেই।[৩]

সুতরাং রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ্ তথা হাদীসকে কোনোক্রমেই উপেক্ষা করার বা কুরআনুল কারীম থেকে কম মর্যাদাসম্পন্ন মনে করার কোনো সুযোগ নেই এবং তা বৈধও নয়। তাই আসুন, আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীস মুতাবেক আমাদের জীবনকে পরিচালনা করে জান্নাতের পথ সুগম করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দিন। আমীন!

পরিশেষে বলতে চাই, আমি অধম ক্ষুদ্র জ্ঞানের অধিকারী এক বান্দা হয়ে অনুবাদের মত একটি অত্যন্ত জটিল ও কষ্টসাধ্য কাজে হাত দিয়েছি। অনুবাদে ভুল-ভ্রান্তি এড়ানোর যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু সমস্যা থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কাজেই বিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট বিনীত অনুরোধ, তাঁরা সমালোচনা না করে আমাকে ভ্রান্তিগুলো ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ হবো এবং পরবর্তী মুদ্রণে তা সংশোধনের উদ্যোগ নিতে কোনো ত্রুটি করবো না ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মাদ আল-আমীন বিন ইউসুফ

৩. তাফসীরুল কারীমির রহমান লি ইবনে সা'দী, চতুর্থ অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه وبعد.

এ পুস্তিকাটি মূলতঃ একটি খুতবাহ যা আমি ১৩৯২ হিজরীর রামাদানুল মুবারাকে কাতারের রাজধানী দোহা'য় প্রদান করেছিলাম। এ খুতবাহটি মূল্যবান হওয়াতে মুসলিম সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করে আমার কতক দীনী ভাই আমাকে এটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করার জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন।

তাঁদের উৎসাহ উদ্দীপনার প্রেক্ষিতে এ বিষয়টি আমি এমনভাবে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে মনোযোগী হই যাতে তা সর্বসাধারণের জন্য উপকারী হয় এবং তা যেন উপদেশ গ্রহণের অবলম্বন ও ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দের উপকারার্থে উক্ত খুতবার সাথে আমি এ বিষয়ের প্রধান প্রধান পয়েন্টগুলো বিস্তারিতভাবে জুড়ে দিলাম।

মহান প্রভু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে তাঁর দীনের বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিরোধকারী এবং ইসলামের প্রচারকদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন। আর এ প্রার্থনাও জানাই যে, তিনি যেন এর বিনিময়ে সাওয়াব ও পূণ্য দান করেন- আর এটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রার্থনা।

ইসলাম ধর্মে সুন্নাহ্ বা হাদীসের অবস্থান ও মর্যাদা এই যে, হাদীস ব্যতীত কেবল কুরআন যথেষ্ট নয়

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ﴿يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾ ﴿يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْأَرْحَامَ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا لا (٧٠) يُّصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا (٧١)﴾

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য। আমরা সবাই তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁরই নিকট সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও খারাপ আমল থেকে। যাকে আল্লাহ্ তাআলা হিদায়াত দিবেন তাকে পথভ্রষ্ট করার আর কেউ নেই এবং যাকে আল্লাহ্ তাআলা পথভ্রষ্ট করবেন তাকে হিদায়াত দেয়ারও আর কেউ নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্ তাআলার বান্দাহ্ ও একমাত্র তাঁরই প্রেরিত রাসূল। ''হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে কক্ষনো মরো না।''[৪] হে মনুষ্য সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি ব্যক্তি হতে পয়দা করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সেই দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট হাক (অধিকার) চেয়ে থাক এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন।[৫] হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সরল সঠিক কথা বল। আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের আমলগুলোকে ত্রুটিমুক্ত করবেন আর তোমাদের পাপগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে সাফল্য লাভ করে– মহাসাফল্য।[৬]

আমার ধারণা যে, হয়তো আমি পরবর্তীতে এমন মহতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবো না। এটা এমন এক অনুষ্ঠান যেখানে উপস্থিত রয়েছেন বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম এবং সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ। আর ভবিষ্যতের কোনো জ্ঞান যেহেতু কারোরই জানা নেই সেহেতু যদি আমার ধারণা সত্যে পরিণত হয় তাহলে আমার আজকের এ কথাগুলো সেই উদ্দেশ্যেই পেশ করা হচ্ছে যা আল্লাহর কিতাবে বিবৃত হয়েছে। মহান রব্বুল আলামীনের সেই উপদেশমূলক বাণী-

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

''তোমরা উপদেশ প্রদান কর। কেননা, উপদেশ প্রদান মু'মিনদের জন্য উপকারী।''[৭] আয়াতের উদ্দেশ্য এটাই।

৪. সূরাহ আলু ইমরান ৩ : ১০২
৫. সূরাহ আন্-নিসা' ৪ : ১
৬. সূরাহ আল-আহযাব ৩৩ : ৭০-৭১
৭. সূরাহ আয্-যারিয়াত ৫১ : ৫৫